# বাধা পেরিয়ে আইসিএসই মেধা তালিকায় শহরের ১২

■ **কৃতী:** (উপরের সারিতে বাঁ দিক থেকে) অদিত্রি গুপ্ত, বাকির আহমেদ মার্চেন্ট, বৈদূর্য ঘোষ। (নীচের সারিতে বাঁ দিক থেকে) মহম্মদ মাসুদ ইকবাল, অগ্নিভ মৈত্র ও জয়বীর সিংহ মদন।

**নিজস্ব সংবাদদাতা**

করোনা পরিস্থিতিতে অন্যান্য বারের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল এ বছরের আইসিএসই পরীক্ষা। দু'টি সিমেস্টারে পরীক্ষা, প্রথম মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন এবং অধিকাংশ সময়েই অনলাইনে পড়াশোনা। সব মিলিয়ে ছিল একাধিক চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যেই আইসিএসই পরীক্ষায় রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম তিন স্থানে রয়েছে ৫১ জন। এর মধ্যে ৯৯.৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে দেশে দ্বিতীয় ও রাজ্যে প্রথম হয়েছে ৯ জন। ৯৯.৪০ শতাংশ পেয়ে দেশে তৃতীয় এবং রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছে আরও ৯ জন। এই ১৮ জনের মধ্যে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার বাসিন্দা ১২ জন। তাদের প্রায় সকলেই জানাল, অফলাইন পড়াশোনাতেই তারা বেশি স্বচ্ছন্দ। ফের স্কুলে ফিরে যেতে পারায় তারা খুশি।

ডিপিএস নিউ টাউনের ছাত্রী অদিত্রি গুপ্ত জানায়, রবিবার সন্ধ্যায় টিউশন পড়ার সময়ে তার মা পরীক্ষার ফলাফলের কথা জানান। ৯৯.৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যের নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে সে। আরও আট পরীক্ষার্থীর সঙ্গে এই সাফল্য ভাগ করে নিয়েছে সে। মা দেবলীনা সেনগুপ্তের মতোই চিকিৎসক হতে চায় সে। অদিত্রি বলে, "পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়লে সাফল্য আসবে। রোজকার পড়া রোজ পড়তে হবে।"

ক্যালকাটা বয়েজ় স্কুলের বাকির আহমেদ মার্চেন্ট পড়াশোনার সঙ্গে চুটিয়ে বাস্কেটবলও খেলে। সে-ও পেয়েছে ৯৯.৬০ শতাংশ নম্বর। বৌবাজারের বাসিন্দা বাকির ইংরেজিতে ২ নম্বর কম পেয়েছে। বাকি সব বিষয়েই পুরো নম্বর এসেছে। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। বাকির বলে, "অফলাইনের সঙ্গে অনলাইনের কোনও তুলনাই চলে না। পড়াশোনায় অসুবিধা না হলেও ক্লাসের জন্য মন খারাপ হত।"

একই নম্বর পেয়েছে দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠের বাসিন্দা বৈদূর্য ঘোষ। সে ব্যারাকপুর মডার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমির ছাত্র। বৈদূর্য বলে, "এত ভাল ফল আশা করিনি।" বৈদূর্যর সাফল্যে খুশির মেজাজ ছড়িয়ে পড়ে তার পাড়াতেও।

ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল থেকে এ বার মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে দু'জন। মহম্মদ মাসুদ ইকবাল পেয়েছে ৯৯.৬০ শতাংশ। সে বলে, "দিনে সাত থেকে আট ঘণ্টার বেশি পড়িনি। ক্রিকেট খেলতে খুব ভালবাসি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খুব খেলতাম। এখন আর পড়াশোনার চাপে ততটা পারি না।" ৯৯.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে দেশে তৃতীয় ও রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অগ্নিভ মৈত্র। ভবিষ্যতে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে জানায়, অঙ্ক প্রিয় বিষয়। অঙ্ক দেখিয়ে দেন তার মা। অনলাইনে পড়াশোনায় খুব অসুবিধা না হলেও অফলাইন ক্লাসের পক্ষে সওয়াল করে অগ্নিভ বলে, "শহরের ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হয় না। কিন্তু সব জায়গায় তো নেট সংযোগ মেলে না। সকলের কথা ভেবে অফলাইন ক্লাস দরকার।"

লা মার্টিনিয়র ফর বয়েজ়ের জয়বীর সিংহ মদনেরও প্রাপ্তি ৯৯.৪০ শতাংশ নম্বর। পড়াশোনার বাইরেও ফর্মুলা ওয়ান রেসিং, ফুটবল, ক্রিকেটে আগ্রহ রয়েছে তার। স্কুলের হয়ে বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতাতেও সে অংশগ্রহণ করে নিয়মিত। জয়বীর বলে, "লক্ষ্য ছিল ৯৮ শতাংশের কাছাকাছি পাওয়ার। বেশি পেয়ে খুব ভাল লাগছে।"

এ ছাড়াও মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে গার্ডেন হাইস্কুলের ঐশ্বরিক দে, দিল্লি পাবলিক স্কুল মেগাসিটির বাঞ্ছিত আগরওয়াল ও কলকাতার শ্রীরামনারায়ণ সিংহ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের শুভ্রদীপ বেরা। তাদের প্রাপ্তি ৯৯.৬০ শতাংশ নম্বর। লা মার্টিনিয়র ফর গার্লসের মেঘমালা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন্ট জন্‌স স্কুলের দেবস্মিতা পাল ও শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমির পানসুল চৌধুরী ৯৯.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।